PROJECT WORK - 2016

"A Study of Primary Education and its impact on the Problem of Universalization of Jhargaon Area under Morigaon District"

Student's Details

SRI RAJIB SARKAR
Mayang Anchalik College
B.A. 6th Semester
Sub: Education (Major)
Examination Code: A-13340
Examination Roll No.: 0147

The Supervisor

Reza Shadullah Ahmed
(Education Department)
Assistant Professor
Mayang Anchalik College
P.O.- Rajamayong
Dist.- Morigaon (Assam)
Pin Code- 782411

Format for Evolution of Project Work

1. Name of the Student : SRI RAJIB SARKAR
2. G.U. Registration No. : 072834 of 2013-14
3. G.U. Examination Code No. : A-13340
4. G.U. Roll No. : 0147

Name of Subject : Education (Major)
Session : 2013-14
Title of the Project Work : "A Study of Primary Education and its impact on The Problem of Universalization of Jhargaon Area under Morigaon District"

Evaluation of Project Work

Maximum Marks (75)	Awarded Marks
1. Project Book – 50	45
2. Presentation – 15	13
3. Viva – 10	8
	66

Department of Education
Estd-1992
Date.....
Mayang Anchalik College

CERTIFICATE

It is certified that that the project report entitled '...A...Study...of...primary...Education...and...its... ...impact...Morigaon...District.submitted by ....., 6th Sem, G.U. Roll Code-....., G.U. Roll No-....., G.U. Registration No- ..... to the Controller of Examination, Gauhati University, in partial fulfillment of the requirement for the award of Degree of Bachelor of Arts in Education is a record of bonafide and independent research work carried out under my supervision and guidance. It is further certified that to the best of my knowledge and belief, this work has not been previously submitted for any Degree of this or any other university or any institution.

Signature of the Supervisor

(Reza Shadullah Ahmed)
Asstt. Professor of Education
Mayang Anchalik College
Rajamayang, Morigaon, Assam

Place.....MAC...
Date.....19/4/2016

CHAPTER 1. Introduction 2. pleaning and purpose 3. Histroycal backgreond of the topics 4. Devoiopment of the topic in the aria 5. Valus of the tropics 6. Need of the present study 7. Student of the topic 8. Area of the topic	1-13
CHAPTER-2 Revew of the Related leterature	14-15
CHAPTER-3 Methodology of the study 3.1. Methodology and tools used 3.2. Objectives of the present study 3.3. population and sample	16-18
CHAPTER-4 - Anadyses and Interpretation 4.1. Analysis of data 4.2. Interpretalion of Data	18-25
CHAPTER-5- Finding 5.1. Suggestion 5.2. condusion	26-28
Appendix-1 Appendix-2 Biblography	29 30 32

1.1. Introduction ÷ ইংৰাজ শাসনত ভাৰতত শিক্ষাৰ অৱস্থা (Education in India during British regime) ইংৰাজ বণিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ নামত ভাৰতত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবলৈ প্ৰথমে আহিলেও চতুৰ বণিকে লোভতৰ ৰজা আৰু ৰাজ্যৰ অন্তঃকোন্দল আৰু দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্য বিস্তাৰত ব্যস্ত থাকিল। বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰা সকলোৰ ৰজা আৰু ৰাজ্য সুকৌশলে পৰাস্ত কৰি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ইংলেণ্ডৰ ৰাজ্যজী হৈ ইংৰাজ সৰকাৰে ভাৰতত শাসন কৰিবলৈ লাগিল।

১৭৪৭ চনত ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইংৰাজ শাসনৰ প্ৰভাৱে আজিলৈকে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ মূল্যায়ন কৰাটো অতিশয় প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। প্ৰথম দুই বছৰ পৰাধীন হৈ থকা ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ কৰিবলৈ গলে তলৰ বিষয়ে কিছুমান ছোৱ পাব। যেনে—

১/ ইংৰাজ শাসনে জনসাধাৰণৰ শিক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ চামিত্ব লোৱা নাছিল ÷ ৰাজ্য জয় কৰিবলৈ আহি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বিষয়া সকলে ভাৰতৰ মানুহৰ মন জয় কৰিবলৈ ভাৰতীয় ভাষা সাহিত্য আৰু কৃষ্টিৰ ভাৰতৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰত যত্নবান হিচাপে দিছিল। তেওঁ লোকে প্ৰত্যেক ভাষাৰ শিক্ষাৰ সমৃদ্ধি নীতি ধৰি ৰাজ সকলক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰসাৰৰ লগতে শিক্ষা প্ৰসাৰৰ পোষকতা কৰিছিল। ১৮১৩ চনত গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল ইন কাউন্সিলে ভাৰতীয় পণ্ডিত সকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ এক লাখ টকা অনুদান আগবঢ়াইছিল। ইয়াতে সংস্কৃত আৰু আৰবীয় ভাষাত শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপনত ব্যয় কৰিছিল।

(2) ভাৰতত শিক্ষা ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা নাছিল ÷ ইংৰাজ শাসকে প্ৰথমতে পৰা জনগণৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি উদাসীন হোৱাৰ কাৰণে গোটেই দেশত সাৰ্বিক শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰচলিত কৰা নাছিল। লাৰ্ড কাৰ্জনে শিক্ষাৰ গুণগত প্ৰসাৰৰ বাবে প্ৰাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল আৰু বিদ্যালয় স্তৰত কিছুমান সংস্কাৰ কৰিব খুজিছিল। কিন্তু ভাৰতীয় বেয়া সকলৰ প্ৰতি কাৰ্জনৰ কটাক্ষে ভাৰতীয় বেয়া সকলক

শিক্ষা করিতেন। সকল ক্ষেত্রে লোকে কাজের বিনিময়ে প্রচলিত ছেঁড়া লোকে কাজ দিতেন। ইংরেজ শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের পরিবর্তন করেছেন ইংরেজ কাজে গোটাই দেশের সামগ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার প্রতি কোনো প্রচেষ্টা হয় নাই।

৩/ দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবহেলা করা হইল :-

ইংরেজ সরকার অবহেলা লাগে লাগে বা ইংরেজ সরকার অবহেলা আসাতে দেশের হিন্দু আর মুসলমান সরকার আগে সামুদায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিল। হিন্দু সরকার আগে সংস্কৃত ব্যবস্থা করিল। হিন্দু সরকার পাঠশালা, টোল আর মুসলমান সরকার মক্তব আর মাদ্রাসা করিল। দেশীয় দেশের আর্থিক শিক্ষা নিয়ে এই শিক্ষানুরাগ সম্পর্কে প্রমাণ অনুমান দিলেও লাখ লাখ ইংরেজ কাজে ইংরেজী দেশের স্কুল স্থাপনের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ার সকল এই শিক্ষানুরাগ সম্পূর্ণ অর্থ দেশের লোক পায় হইল।

৪/ শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য :-

ইংরেজ শুরুতে শিক্ষক হল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষার উঠিয়া এই চলকারী চাকরি লোকের দেওয়ে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য করিল। পূর্বেমত ভাষা স্বর্ণ শিক্ষার শিক্ষার ব্যক্তিত্ব বিকাশ আর অর্থের লাভ করি স্বাধীন দেশে উপার্জন করার সহায় করা হয়। দেশীয় সংস্কৃতি আর জীবন যাপনের সমস্ত নমস্কার শিক্ষার শিক্ষার্থীর পশ্চিমীয়া চাল চলন দেখা সংস্কৃতির প্রতিরে আদর্শে করিল। সেমিনারের আলোচনায় বিষয় সাধারণ দেশের ইংরেজ শিক্ষার পদ্ধতি কঠোর ভাবে সমালোচনা করিল। ফলতঃ বিশেষ মহাত্মা গান্ধীর দেশীয় সরকার উপযোগী করি এক নতুন শিক্ষার আইন প্রস্তুত করিল আর নাম দিল বুনিয়াদী শিক্ষা।

শিক্ষার ভাষা কর্ম ভিত্তিক সমস্যা :-

ইংরেজ কাজে দেশের ভাষা কেন পরীক্ষায় শিক্ষার উপর

গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ভারতীয় সকলকে সমান হিসাবে সকলের শিক্ষিত হওয়ার বিষয়ে থাকেন। ফলত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রসার লাভ করিতেছিল। এবং স্কুল ছাড়া অবস্থার অতিশয় দুঃখ লাভ করিল।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সকলের পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট বয়স ছেড়ে গ্রহণ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্থাৎ আমাদের দেশে প্রচলিত 12 বছর 10+2+3 প্রথম পর্যায়ে থেকে বাদে পাশ্চাত্যে পর্যায়ে হইতেই হইল প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার দেশের সকলের শ্রেণীর লোকের শিক্ষা হিসাবে গণ্য করা হয়। এখন সকলের শ্রেণীর লোকের প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা লাভ করা উচিত। তাছাড়া প্রকৃত গণতান্ত্রিক রীতি আদর্শের ভিত্তি ভারতীয় সমাজ জীবনের পুরুষের নারীর বয়স্ক সকলের লোকের প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষাই অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের প্রকৃষ্ট বিকাশ এবং উন্নতি বিশেষ করে অভিজ্ঞতা মাধ্যমে জীবন প্রকৃষ্ট সুযোগ করে পরিচালনা করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাই নাগরিক সকলকে প্রয়োজনীয় সচেতনতা প্রদান করে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাই বাস্তবে কোনো দায়িত্ব নাই। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতেছিল। এবং তেমন লোকেই পিতৃত উচ্চ শিক্ষার সুবিধা পাইতেছিল। বৃটিশ শাসনের আমলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য কোনো প্রচেষ্টা হাতে লেখা নাই। পিছিয়ে অর্থাৎ দুরবস্থা দুরবস্থায় নিম্ন প্রতিশ্রুতি নীতি অনুসরণ করিল করার জন্য উচিত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রবর্তন অনুভব।

1870 সাল ইংলিশ প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক বুলি ঘোষণা করে দিয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসনকে সকলে বুঝিতেছিল যে এই ব্যবস্থার অবসর বাবো আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন করেনি। অবশ্যে ইসাব্দ অব্দে 1886 সালে টেইলিয়ার কমিশনে তৃতীয় প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার

কালে লোকের প্রচেষ্টায় হাতে লেখার বাধ্যতা। সীমিত অর্থ, দক্ষ শিক্ষক অভাব, নিম্ন প্রতিশ্রুতি, নীতি অনুসরণ ইত্যাদি কারণে ইচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক করার প্রদান অনুষ্ঠায়।

১৮৭০ সালে ইংলেন্ডে প্রাথমিক শিক্ষায় বাধ্যতামূলক পুনঃ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসকে সকলে দেখতে পেলেন যে এর ব্যবস্থা অনেক বাধা আসায় দেশের প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন অসম্ভব। অবশেষে ইহার আগাতে ~~১৮৮৭~~ ১৮৫৮ সালে উইলিয়াম আদামের তৃতীয় প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক করার বিষয়ে জানানো আগ্রহ ছিল। ইহার পিছনে ১৮৫২ সালে বোম্বেতে কোয়েটেন্ট সংস্থা কমিশনের কোপুইন ইউনাইটেড সোসাইটি সকলের পর এর কর আদায় বলে ওয়ে বিনিময়ে চেষ্টাকরে সকলকে সার্বজনীন মূলক প্রাথমিক শিক্ষা দিবার বাধ্য আইনি দাবি উঠে ১৮৫৮ সালে গুজরাটে শিক্ষা পরিদর্শক হয়ে চারবারে এই শিক্ষা বাধ্যতা মূলক করার কারণ আলোচনা করার প্রস্তুত আগ্রহ ছিল। কিন্তু নানা কারণে এই সকলের প্রচেষ্টা আয়ত্তে দেশ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পিছনে দেশের জাতীয় জীবনে এক নতুন যোগ আসে। জাতীয় নেতা সকলে মুক্তি পালে যে আমার নিজের নিজস্ব জন প্রার্থনায় দেশ দেশের সকলকে স্বাস্থ্য শিক্ষা নিয়ে বাধ্যতামূলক জাতীয় আন্দোলন আর বিদেশী শাসন অপসারণ আহ্বান করা।

1.2 Meaning of universalization of primary Education—

প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক করণের কে সার্বজনীন করণের ধারণাটির কিছু ব্যাখ্যা। সার্বজনীন অথবা সার্বজনীন শব্দটির অর্থ হচ্ছে সকলের বাইরে সাধারণ। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করণের মূলে রয়েছে কয়েকটি কারণ। কারণ সকলের বাইরে প্রাথমিক শিক্ষার দীক্ষা, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় জন্মস্থান ভাষা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের বাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং মূলনীতি কারণ পূর্ণ নাগরিক সাক্ষরতার বাস্তবায়ন করতে আইনগত করা কর্তব্য ও অধিকার দিয়ে দেশের লোকের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক করার জন্যের শ্রেণীহীন লোকের বাধ্য হিসাবে হীনতাবোধ প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য। এছাড়াও সমাজতন্ত্র বাস্তব করার নিমিত্তে কম কম ৬ বছর থেকে ১৪ বছরের পূর্ণ ছেলেমেয়ে আগামী বিদ্যালয় ভর্তি করি কম কমপক্ষে ৮ বছর পর্যন্ত শিশু শ্রমিকে নিয়োগ করা হয় অন্যায় নাই বা কৃষি ব্যবস্থায় আদিত জড়িত হয় অন্যায়। সেই সকলের শিক্ষার লাভের সুবিধা দি সাক্ষর করি তোলা। সমাজের পেশার নিরক্ষরতার দূর করিবার প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন করি তোলার উচিত। সেইজন্য সেই শিক্ষাই মানুষকে শিক্ষিত অন্য বাড়িয়ে পারা করি তোলে। তেমন পেশার অন্য উচিত অনুচিত বিচার করিবার শিক্ষাই অন্য নিজে পরিবেশের তোলে দেয়ে সাথে খুবাই তোলার অন্য ব্যক্তিত্ব অনুর্নিহিত শক্তি অন্য সমুন্নতির সম্মুখ নিয়ামক করি আত্ম প্রকাশ করিবার পারি।

purpose of universalization primary education—

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করি তোলার মূলে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করি তোলার মূলে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য কেন্দ্র রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য সেই গুলি হল—

(1) শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক আবেগিক অর্থনৈতিক নৈতিক অন্য আধ্যাত্মিক দিকের বিকাশ ঘটানোর সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

(৫) সার্বজনীন- প্রাথমিক- শিক্ষার- ক্ষেত্রে- শিশুদের- মাঝে- শিক্ষার- প্রবৃদ্ধি বেশি এবং আয়ের- তারতম্য- কমে- যায়- এবং- শিক্ষার- মানোন্নয়ন- করিতে- পারে।

(৬) শিশুকালীন- প্রাথমিক- স্তরে- কর্মা- জীবনের- উপযোগী- করিয়া- গড়ি- তোলে।

(৭) এই- সময়- ছাত্রদের- মুক্ত- ও- নিরপেক্ষ- ভাবে- তাহার- মূল- বিষয়- হয়- যে- অভ্যাস- গঠন- করিবার- শিক্ষার- দিয়া- বিভিন্ন- পেশায়- কাজ- করিবার- উপযুক্ত- করিয়া- সফলতার- সহিত- অভ্যাসের- পরিবর্তন- হয়।

(৮) প্রাথমিক- শিক্ষার- কারণে- শিশু- সকলের- মনে- গড়িয়া- উঠিবে- ব্যক্তিত্ব- ও- চিন্তা- ভাবনার।

(৯) শিশুর- সর্বাঙ্গীণ- বিকাশের- ভিত্তি- তৈরি- করা।

1.3 Historyeal Background of the tropic :- ~~in the~~

ভারতে- আধুনিক- শিক্ষার ব্যবস্থার- শিক্ষার- ওপর- বিভিন্ন- ভাবে- পড়িল। ইংরেজদের- আগমনের- প্রাথমিক- শিক্ষার ব্যবস্থার- লৌকিক- শিক্ষার ব্যবস্থার শিক্ষার- প্রচলন- বজায়- ছিল। ইংরেজ- আসিয়া- ভাল- দিকে- শিক্ষার শিক্ষার- ব্যবস্থার- ওপরে- প্রচলন- হওয়ার- পড়িল। শিক্ষার ব্যবস্থার- মূল- লক্ষ্য- ছিল- শিক্ষার্থী- সকলকে- পূর্ণাঙ্গ- মানুষ- রূপে- গড়ি- তোলা এবং সমাজের- উপযুক্ত- সদস্য- হিসেবে- প্রস্তুত- করি- তোলা। এবং সমাজের- উপযুক্ত- সদস্য- হিসেবে- প্রস্তুত- করি- তোলা। মুক্ত- পুর- মনস্তত্ত্বের- এবং- বিষয়বস্তুর- ছাত্র- ছাত্রীদের- মধ্যে- ক্রমে- 22 এবং 8 বছর- কাল- বয়স- উর্ধ্ব- কর্মসূচির- ব্যবস্থার- করা হইয়াছিল। সুদীর্ঘ- 22 বছর- কাল- জীবনের- উপযোগীকে- করার- বিষয়ে- শিক্ষার- দিকে- হইয়াছিল। স্কুলগুলির- বাহিরে- সকলেও- শিক্ষার- পেয়েছিল- বলিয়াছিল। এবং- প্রাথমিক- শিক্ষার- ব্যবস্থার- করা- হইল- উল্লেখ- করে। সার্বজনীন- অক্ষরজ্ঞান- লাভের- উদ্দেশ্যের- প্রচলন- করি- প্রাথমিক- শিক্ষার- দিকের- ব্যবস্থার- বলিয়াছিল।

ভারতবর্ষে- আধুনিক- শিক্ষার- ইতিহাসে- প্রাথমিক- শিক্ষার- প্রচলন- দিকে- পড়ে এবং- অনেক- কথা- অনালোচনা- হইয়াছিল।

১৮২৩ সালে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া মূল শিক্ষার জন্য কিছু এক লাখ টাকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ১৮৩৫ সালে দেশীয় শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্তব্য করা হইল। এই বিতর্কের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মেকলে। তিনি অধোমুখী পরিস্রাবণ নীতির (Downward Filtration theory) কথা উল্লেখ করেন। উচ্চ শ্রেণীর লোককে প্রাথমিক শিক্ষা দান করিলে, তাহা নিম্নগামী হইয়া জনসাধারণকে শিক্ষা দান করিবে। ১৮৩৪ সালে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ সালে চার্লস উড প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন। ১৮৫২ সালে কোম্পানির ডাইরেক্টর কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। ১৮৫৮ সালে ভারত শাসন আইন পাস করিয়া ভারতীয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ঘটাইতে সাহায্য করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইল। এই আইনের প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ করিতে গিয়া লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন। ১৮৮২ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সভায় নেতা গোখলে বলিয়াছিলেন যে ভারত সরকার নিরক্ষর জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেশীয় জনগণের জন্য ইংরাজদের

1.4. problem of tropics in the area :

মৌলগাঁও জিলার- মায়াং উন্নয়ন খণ্ডের কাকাগাঁও গাঁও পঞ্চায়েত- অনুন্নত গাঁও- ৫ জন প্রাথমিক- বিদ্যালয় প্রকল্প কাজে ভ্রমণ করা হল।

এই স্কুল কেই মনের লয়ে- যোগাযোগের মাধ্যম পরিবহনের নিয়ম-পড়ুয়ার দিকগত সুবিধার যোগ্য উচিত- নিয়মন যোগ্য নাই। কোনোর কোনো বিদ্যালয়ের ছেলে- মেয়ে পরি পূর্ণ হয়ে নাই। মেয়ে- পানীয় কাজে নিয়মন ভাল দলে সুবিধার যোগ্য নাই। ফলস্বরূপ আগে মাদিত বিশুদ্ধ পানীয় কাজে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নাই। খেলা- ধুলার কাজে মা- সাজুলিন অভাব। শৌচ- প্রস্রাব গাছে আগে মাদিত লয়ে- যোগ্যনীয় কাজে পৃথক শৌচ- প্রস্রাব গাছ নাই। বিদ্যালয়ে- হাজিরা দিনে কোর তঁলের যোগ নাই। বিদ্যালয়ের সম্মুখে রাস্তায়ে অনবরতে গাড়ী- মোটর চলা-চল করে- দিয়েগোর সাথে দুর্ঘটনার হয় পারে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর উলাস্থত শিক্ষকের সংখ্যা কম।

এতো যোগে অসুবিধার কাজে আমাদের মৌলগাঁও গাঁও পঞ্চায়েত বিদ্যালয় ক্ষেত্রের বহুতর দিক পাকি ভাবে।

আলোচনা করার সম্ভব নয়। এই বিষয়ে কথা কিছু বলিয়াই ক্ষেত্রের গভীরতা ও অগভীরতায় যেতাই প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশের ধারা আলোচনা চলে। ১৯৫০ সাল থেকে সংবিধান সম্মত করার হল। সংবিধানে বলা হয়। ১৯৬০ সাল থেকে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকল শিশুর বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করিল। ১৯৮৬ সালে কুঠারে শিক্ষা জাতীয় আইন সংসদে উপস্থাপন করিয়াছিল এমন বিল প্রস্তুত করিলেন। উক্ত বিল অনুসারে ৫-১৪ বছর বয়সীদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করা। পরবর্তী ১৯৯৭ সালে বিষ্ণু সেই পৌরাণিক পৌরাণিক অবস্থার সংশোধন প্রয়োগের এমন বিল প্রস্তুত করিয়াছিল। ১৯৯৮ সালে এই এমন আইনে পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষে প্রথম সাংবিধানিক প্রয়োগের এনেছেন আইন প্রণয়ন হয়েছিল। সংবিধান কর্মসূচি থেকে ফল পাওয়া গেল।

প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচী আধুনিকায়ন করার জন্য ১৯৬৭ সালে কুঠারী শিক্ষা কমিশন এমন প্রস্তুত করিয়া তোলে। এই আয়োগ ও শিক্ষার শিক্ষার কেন্দ্রিক করিয়া দেশের কল্যাণের সার্বিক কল্যাণ প্রাথমিক চলিয়াছে হয়েছিল। কিন্তু আয়োগের সাধারণ প্রাথমিক দেশে প্রচলন হয়নি। ১৯৪৪ সালে ৪ বছরের বিশিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ করার ক্ষেত্রে ও দেশের দেখার মাত্র ১৯৬৭ সাল পর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষায় আনুষ্ঠানিক সময়ে ভূমিকা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে ভূত অনুষ্ঠান সময়ে ভূমিকা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে ভূত আনুষ্ঠান আছিল ২৮১৫০১ জন এবং ১৯৪৫-৪৭ সালে ভূত অনুষ্ঠান আছিল ১৭২৫৫২ জন।

1.5. Values of the topic :

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান বিশাল মানবশক্তির ব্যবস্থাপনা সময়ে পরিস্থিতি সুযোগ আছে। কিন্তু সর্বসাধারণ লোকে যদি প্রাথমিক শিক্ষার বা বিদ্যালয় শিক্ষায় দ্বারা নিশ্চিত নয় তবে আমাদের দেশ নিরক্ষরতা

দায়িত্বের নাই। কিন্তু বর্তমানে প্রতিযোগিতার দেশ ও জাতি সমূহ বিদ্যালয়-গুলি পাঠ্য কার্যের সম্মুখীন হয়েছে যাতে করিয়া। যদি সাধারণ লোক শিক্ষিত হয় তবে সকলে মিলে নিজের দেশের প্রতি কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে পারিবে। সাধারণ লোক শিক্ষিত হলে দেশ ও জাতি সমৃদ্ধ আরো উন্নতি করিতে পারি।

প্রাথমিক বিদ্যালয় মানেই হল শিশু শিক্ষার ভিত্তি। এই স্তরেই শিশুর শিক্ষার ভিত্তি পাকা হোলে। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষার ভিত্তি হোলে। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষার্থীর ইচ্ছা স্তরে গড়ে ওঠে। শিক্ষারই মানুষের জ্ঞান উদ্যার এবং সুপ্ত শক্তি পূর্ণ করে তুলিতে পারে। ইহাতে প্রাথমিক মানুষের মানস গঠনের অগ্রগতির স্তরেই বন্ধুত্ব সু-স্বাস্থ্যতার ও যথা ভূমিকা গ্রহণ করে তোলা। এই কথা সাধারণেই অনুমান করিয়া পারি যে মানুষের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরেই ছেলে মেয়ে বুড়ো পালা হয়ে কাজের জন্য দিয়ে স্কুল কুল করে জ্ঞানের প্রকাশ বিকাশ পারে। শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের মানুষের মধ্যে জাতীয় সাংস্কৃতিক ও যথা গড়ে তুলিবার জন্য বর্তমান ভারতে শুরুত্ব দিয়া হয় প্রয়োজন দেশের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আশা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি শিক্ষার প্রকৃতি বাস্তবতা ও সম্পদ করিয়া পারা হয়।

1.6. Need of the present study :

গণতন্ত্রের বিকাশের প্রক্রিয়াতে শিক্ষার আবশ্যকীয় ভূমিকা। গণতান্ত্রিক সকলে শিক্ষিত নয়লে প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ হোতে পারে না। গণতান্ত্রিক নীতি পালনের বিদ্যালয় মাধ্যমে আশা করা যায় গণতান্ত্রিক বিদ্যালয় প্রতি আগ্রহী করে তোলা যায়। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব কি কারণে প্রতি জোর দেওয়া। তাই প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব কারণ কারণে প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হল।

(১) জনসাধারণের মধ্যে নিরক্ষরতা এবং নিরক্ষরতার আধিক্যের নিরসনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন হওয়া উচিত।

(২) ভারতীয় গণতন্ত্রের বিকাশ এবং প্রগতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন হওয়া উচিত।

(৩) সামাজিক পরিবর্তন এবং বিকাশের ক্ষেত্রে সংস্কার, সামঞ্জস্য, সংহতি বজায় রাখার জন্য ~~[illegible]~~ জাতীয় কল্যাণে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) আধুনিকায়ন এবং গতিশীল চিন্তাধারা, বিজ্ঞানের উন্নতি নিয়ন্ত্রণ করতে সাধারণীকরণ করা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অসীম।

(৫) জীবনের মৌলিক প্রয়োজন সংগ্রহ, পূরণ করা এবং সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল জীবন নির্বাহের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

(৬) রাষ্ট্রের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতার বিষয়ে উপলব্ধি করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

1.7. Student of the topic :-

ইংরাজ শাসন কালে ইংরাজ শাসকের সদিচ্ছায় ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া হয়নি। ভারতে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হয়নি। ভারতীয় শিক্ষার ধারাগুলিকে অবহেলা করা হয়েছিল। ইংরাজ সরকারের ভারতীয় সরকারের উপরে শিক্ষার ভার ন্যস্ত উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষার মাধ্যমে কর্মী সৃষ্টিই সরকারের প্রধান কাজ হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে আবশ্যিক শিক্ষার সরকারের পদক্ষেপে সুনিয়ন্ত্রিত বা ত্রুটিপূর্ণ হয়েছিল। প্রচলিত ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাও বাধাহীন ভাবে চলতে থাকে। 1870 সালে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। 1880 সালে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল।

১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ ঘটে। ভারতীয় সংবিধান ৪৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়নি। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীন করা সম্ভব হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষার বিনামূল্যে সরবরাহ দিয়ে ব্যবস্থা করে লেখা হয়েছে। বিনামূল্যে দুপুরের খাবার দিয়ে থাকে। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে শিশু কেন্দ্রিক করিবার জন্য বাধ্য হয়েছে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিবার ক্ষেত্রে মানব বিকাশের উপাদান গুরুত্ব দিয়ে সমগ্র সার্বজনীন নাম দেওয়া হয়েছে। সার্বজনীন উপস্থিতি সার্বজনীন সংরক্ষণ গুণগত শিক্ষার মান উপাদিকরণ অন্যতম। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক করার প্রভাব বাস্তবায়ন কর্তব্য। প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করার সময় সম্পূর্ণ বঞ্চনা শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি করণ বাধাগুলি শিক্ষার উপাদান প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করার সময় সম্পূর্ণ বঞ্চনা শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি করণ বাধাগুলি শিক্ষার উপাদান প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে বিশেষ দিক সাধারণ বিষয় বস্তুর উপাদান বিচার বঞ্চনা সাহিত্য বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

.8. Area of the tropic

অনিয়ন্ত্রিত জিনিসের অনুগত- জবতলি গাঁথনে- আয়গাঁও গাঁও পরিমাণের- অনুযায়ী- এমন প্রাথমিক- বিদ্যালয়ের- বিষয়ে জানতে হবে। একজন কবি- পেয়ে গেল যে কিছুখানি স্কুলের- আছি বলে ~~বলে~~ অমনি- বাটি- বাজে বেজায়। বাড়ুনে- বলে কি- স্কুল- থেকে- বাড়ি পাইনি হয়। স্কুল- বিলাকে- লেখা- বেতালীয়- থেকে- পাশে ১টি: মিটারের- কে- দূর হোয়ে দেখা যায়। গাড়িকে- জাগে জাগিয়ে আছি বলে- কি- যায়। সেই- কারণে পিছনে বাড়ি- এই- সেগুলি- কেইমনের- লাবণ্যেরগুলি- থেকে- পাথর- নয়।

CHAPTAR-2

Review Related Literature

প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রথম স্তর যুক্তি হোক। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিশুরা শিক্ষার পাঠ নেয়। বিদ্যালয়গুলোই হল শিশু শিক্ষার কেন্দ্র।

এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য আয়োজন সমিতি শিক্ষার্থী বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ সমাজের সাহায্যে পরামর্শ প্রদান করে আসছে। ইস্যু দিবস (১) গোপাল কৃষ্ণ গোখলে প্রফেসর গোখলে বোম্বাইস্থ পরে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সদস্য আছিল। সদস্য হিসেবে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ১৯১০ সালে ১৯ মার্চ তারিখে বিনা মূল্যের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দাবী জানায়। তেঁহ প্রাথমিক শিক্ষাকে নির্দেশ মতে ৪৫ তম অনুচ্ছেদ ১৯৫০ সালে দিতীয় (২) বছরের পরে ১৪ বছর বয়সের সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিবার জন্য বুদ্ধি নির্দেশ দিছিল। (২) ১৮৩৮ সালে উদ্যোগে তেঁহ এমন প্রতিবেদনে শিক্ষক ব্যাধ্যতামূলক করার কথা বলে এমনি আহিনি দাবি পেশিছিল। ১৮৫২ সালে কোপ্রেইন ইয়ং গেটে কর উদ্যোগ করে বিনিময়ে স্বেচ্ছায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক দেয়ে প্রদান করার ব্যাপারে কথা উল্লেখ করিছিল। আরো ১৮৫৮ সালে শিক্ষা পরিদর্শক হেরল হরসনে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা উদ্যোগ করার কথা তুলেছে প্রদেশের প্রতিবেদনে উল্লেখ পেয়ার মাত্র যদিও ইস্যু কোনো সুফল পেয়ে নাই। স্বেচ্ছায় ১৯১৭ সালে বিটিশ দেশে পৌরসভার আওতায় সম্পূরক প্রাথমিক হারাতে এমন বিল প্রস্তুত করিছিল। ১৯১৮ সালে ই এমন হারাতে এমন বিল প্রস্তুত করিছিল। ১৯২৮ সালে ই এমন আইনে পরিণত হইছিল। দেশভাগের পরে সকলের প্রদেশতে এমন কথা উঠাইল হইছিল। যদিও কোনো ফলত পেয়ে নাই। প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী করার আন্দোলন স্বাধীনতা ১৯৩৭ সালে বুনিয়াদী শিক্ষা আন্দোলন এমন প্রস্তুত করিছে।

এই আন্দোলনই শিক্ষাকে শিক্ষার কেন্দ্রীক করে দেশের কল্যাণ সাধন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের স্বার্থ সংযুক্ত হবে না বলেই আজ মহাত্মা গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার আন্দোলন সাময়িক ভাবে প্রচলন বন্ধ। ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট রিপোর্টের প্রাথমিক শিক্ষাকে বিকাশ করার জন্য মত পোষণ করা হয়।

(৬) হার্টগ কমিটি বা বিশিষ্ট হার্টগের প্রচেষ্টায় বয়স্কদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন বিশিষ্ট হার্টগ। এই কমিটির প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। কারণ প্রাথমিক স্তরে সংখ্যা বাড়িয়েছিল।

CHAPTAR-3

Methology of the study.

3.1 Methology :

আমার বর্তমান অধ্যয়ন মূলত ক্ষেত্র ভিত্তিক সমস্যা যেহেতু প্রয়োজনীয় দিক প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সমস্ত ক্ষেত্র অধ্যয়ন পদ্ধতি সংগ্রহ করা হয়। ইহাছাড়া আরো অধ্যয়ন কাজ প্রয়োজন কাজে তথ্য সমূহ নিম্নলিখিত ধরনে সংগ্রহ করা হয়।

(ক) প্রাথমিক: গৌণিক তথ্য সমূহ প্রশ্নাবলী (Questionaire) সাক্ষাৎকার মাধ্যমে পদ্ধতির সংগ্রহ করা হয়।

(খ) গৌণ তথ্য সমূহ অধ্যয়নের বিষয়ের সম্পর্কে জর্নাল গ্রন্থ বিদ্যালয় সমূহের নথি পত্র বিদ্যালয় সমূহের অন্যান্য রেকর্ড বিভিন্ন পুথি উপাত্ত মহাবিদ্যালয়ের পুথি উপাত্তের অন্যান্য গ্রন্থসমূহ পত্র সংগ্রহ করা হয়।

(গ) সংগৃহীত তথ্য সমূহ সারণীকৃত (Tabulation) এবং বাম্যর এবং সংখ্যাগত (Quantitative) ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়।

বর্তমান অধ্যয়নের সময়ে বিষয়ের বাছাই লেখার ক্ষেত্রে সেই বিষয়টির বর্তমান সময়ে সারবত্তা লেখার কারণেই অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় অধ্যয়নের বিষয়টির ক্ষেত্র সার্বজনীন প্রাথমিক দিকগুলির সমস্যার এই বিষয়টির মূলত সাক্ষাৎকার তথ্যের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে কোনোরকম সংস্কৃতির সমস্যার এবং দিকগুলির বিভিন্ন অভিজ্ঞতাই সেই বিষয়ে অধ্যয়ন করা হয় ইহাড়া বিশেষকে অধ্যয়নের বহুল তথ্য সংগ্রহ করেন সাক্ষাৎকার ব্যবহারের এবং অন্যান্য সংগঠন মূলক সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়।

3.1 Tools used (সরঞ্জাম ব্যবহার):

উক্ত অনুশীলনী কার্য সম্পাদনের জন্য নিম্নের সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত কাজের প্রশ্নপত্র, নিয়মিত লগ সংগঠন পুস্তিকা, লগবুক, নিয়মিত প্রকৃত OS পর্যায় লগ সম্পাদনের জন্য প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। এই প্রকারের ছাড়াও কলম, পেন্সিল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

3.2 Objective of the present study:

প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন করণের লক্ষ্যে বর্তমান উদ্দেশ্য সমূহ হল—

১/ দেশের প্রতিগলাকী শিশু এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন করার লক্ষ্যে)

2/ প্রতিগলাকী শিশুদের নামভর্তি করার লক্ষ্যে)

৩/ এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার মানসিক কতর প্রয়াস করা।

৪/ প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন করণের জন্য উপযুক্ত Some কর্মসূচী সম্পর্কে পড়ে দিন তোলা।

৫/ প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন করণের জন্য দত্ত শিক্ষার মান দত্ত শিক্ষার্থী তৈরির করা।

৬/ জাতীয় শিক্ষানীতি 2000 এর নির্দেশ মতে দেশের প্রতিগলাকী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন করণের লক্ষ্যে)

৭/ প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন করণের হার বৃদ্ধি করিবে পরামর্শ ব্যবস্থা করিবে পারিবে।

3.3 Population and Sample

বর্তমান সময় আমার গাঁও উন্নয়ন মন্ডল অন্তর্গত কুলতলী গ্রামের গাঁও সভার জনসংখ্যা বহুত পরিমাণে দেখা যায়। এই অঞ্চলের গ্রামের মানুষ নিরক্ষর অশিক্ষিত Some কর্মহীন। মানুষের নিরক্ষরতার কারণে অন্ধবিশ্বাস সামাজিক রয়েছে। তাঁর সেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা অনগ্রসর কারণে—

উপযুক্ত শিক্ষাদানে শিক্ষিত হয় পারে কারণেই শিক্ষিত হল কৃষি দেশ। কৃষক জনতাই গড়ে তোলে সমাজ ও রাষ্ট্র। জেলা সংখ্যা হিসেবে বাড়ে ৬ মাস বিদ্যালয় অর্থাৎ ছাত্র শিক্ষক বলি শেষ হল। রাষ্ট্র সরকারী ২০২৩ জন। ইমারত হিসেবে লক্ষ ৫১৩ জন। অন্য সরকারী শিক্ষার্থী ও সংখ্যা ৫২০ জনী। প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণ অর্থায়ন বলি পেরেছিলি লাগে।

CHAPTAR-4. Analysis and Interpritation of Data :

4.1 - Data of Analysis : প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্বজনীন করণের দৃষ্টিকোণ থেকে বলার বিষয়টি বেশি লেখা পরিমাণ হেরফের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিষয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করা হল

১/ জনতালি প্রাথমিক বিদ্যালয় :

জনতালি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অন্যান্য আলিপুরদুয়ার জিলার মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজে পুরো পুরি পরিচয় তবে ~~পাবার জন্য~~ জনতালি পর্যন্ত অবস্থিত।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান দৃষ্টিকোণ থেকে বলার অনুশীলনের কারণে উন্নয় সম্পূর্ণ তথ্য দিয়া হল -

বিদ্যালয় মানের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সংখ্যার অনুপাত হিসেবে প্রতিটি শিক্ষক অধিক শিক্ষার্থী ২ জনী। বিদ্যালয় মানের চাহিদা চাহিদা কারণে যোগানের ব্যবস্থা নাই। বাড়িঘর তৈরি অন্য বিভিন্ন কাজ সম্পূর্ণ বোঝার অভাব। বিদ্যালয় মানের পানীয় জল শৌচাগার নারী পুরুষের আলাদা ব্যবস্থা আছে যদিও বৈদ্যুতি সংযুক্তিকরণের কারণে অনেকগুলো বিদ্যুৎ দেওয়া পারছে না হয়। এগুলো প্রেক্ষাপটে অন্য সেটিংগুলো যদিও অসম্পূর্ণ বিদ্যালয় কারণে ব্যবহারের উপযোগিতা ঠিক নাই। চাহিদা চাহিদাকারে লক্ষ্য উপযোগিত হবার কারণে সকলের সুবিধা পাচ্ছে না।

৩) শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক বিনা পয়সায় বিদ্যালয় :

শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক বিনামূল্যে বিদ্যালয় এর সংবিধানে পাঁচ পরিচ্ছেদ। শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন করণের ক্ষেত্রে ঐক্য বিদ্যালয়ের ভূমিকা তুলে ধরে অনুশীলনের মাধ্যমে পেশার জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত করে গড়ে তোলা দিয়ার বিধান :

বিদ্যালয় মানের ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মচারী ও জমি। বিদ্যালয় মানের ছাত্র-ছাত্রী-কর্মচারী ও 2 জন। বিদ্যালয় মানের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নাই। খেলার মাঠের মধ্যে পুকুর, শৌচাগার ব্যবহার করে। বিদ্যালয় মানের পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। বিদ্যালয়ের চৌহদ্দি চারিপাশে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বিদ্যালয় চৌহদ্দি পাকা রাস্তার পাকা মাটি ও জুবাস মিশ্রিত বিদ্যালয় পূর্ব দিকে প্রাথমিক উচ্চ বিদ্যালয় মিশ্রিত কোন নির্দিষ্ট জেলায়। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন করণের ক্ষেত্রে এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সকলের যেমন সাধারণ, চর্চা, কর্মী, খেলা, উচ্চ ঐচ্ছিক হবে বলে সুফলের সুনির্দিষ্ট আছে। বর্তমানে এই সব বিদ্যালয় বাধ্যতামূলক প্রমাণ অনাদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

৩/১নং বালাগাঁও প্রাথমিক- বিদ্যালয় ÷

১নং সুবাগাঁও প্রাথমিক- বিদ্যালয় হল- মানিকগাঁও জেলার- ঘিওরগাঁও থানা পরিচালিত- ১নং বালাগাঁও তে অবস্থিত। প্রাথমিক- শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হলো মূলমন্ত্র- উপযুক্ত- করার অনুশীলনের জন্য- পোষাক ও খাদ্য- সম্পূরক- ও মিড- দিয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ে- মোট- শিক্ষক- শিক্ষয়িত্রী- সংখ্যা ৩ জন। বিদ্যালয়- মালিক- তিনি- গারো- শিক্ষক- ছেলে- নিজুকি পোরেন- বিদ্যালয়- মালিক- অর্থাৎ- শিক্ষক- গারো- পুরুষ- ব্যক্তি- ২ মহিলা। বিদ্যালয়- মোট- ছাত্র- ছাত্রী- সংখ্যা ৫১ জন। বিদ্যালয়- মালিক- বাবা- ও অভিভাবক- কোন- পয়সা- নাই। ছাত্র- ছাত্রী- গারো- জাতীয়- বাবা- শৌচাগার- ব্যবহার করে। আর্থিক সংকট- বাবা- কর্মহীন- ব্যবহার- করার হয়ে। বিদ্যালয়ের- চৌহদ্দি- চারিত্রিক- দিক- থেকে- খাবার খুব ভালো। বিদ্যালয়- মালিক- জিয়ার পক্ষী- স্থানীয়- সচেতন- নাগরিক- বিদ্যালয়- মালিক- শিক্ষক- সাথে- সাধারণ- অভিভাবক- ছাত্র- ছাত্রী- যোগে- নিজে- লক্ষ্য- উপনীত- হবে- বাবা- মাকে- বেশি- দিনবার- স্কুলটির পাইছে।

৪/২নং বালুগাঁও প্রাথমিক- বিদ্যালয়-

২নং বালাগাঁও প্রাথমিক- বিদ্যালয় মালিক মানিকগাঁও জেলার- ঘিওর থানা গাঁও পরিচালিত- ২নং মূলাটের মাঠে- অবস্থিত। প্রাথমিক- শিক্ষা সার্বজনীন- করণের- উদ্দেশ্য- হলো মূলমন্ত্র- ও বাধ্যতামূলক করার অনুশীলনের- জন্য- পোষাক ও খাদ্য সম্পূরক- ও মিড- দিয়ে হয়।

২নং বালাগাঁও প্রাথমিক- বিদ্যালয়ে- স্থায়ী- শিক্ষক ২ জন- ও মহিলা ১ জন- অতিথি- শিক্ষক- ও মহিলা- বিদ্যালয়ের মালিক- মোট- শিক্ষক- নিয়োজিত। ছাত্র- ও ছাত্রী- শিক্ষক- এই- বিদ্যালয়ে- প্রজন্ম- প্রয়োজন- নয়। বিদ্যালয়- গৃহ- সংস্কার- করা- হোয়ালী- বাবে প্রস্তুত- গাছ- ও

শৌচাগারের ব্যবস্থা নাই। পানীয় জলের জন্য সরকারি ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়ে চারটি কক্ষ রয়েছে ও পাঠ্যক্রম চালু রয়েছে। বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী ৫৮ জন আর ছাত্র ৫২ জন। গণিতে বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী ১১০ জন। বিদ্যালয়ে ছাত্র ~~ছাত্রী~~ শিক্ষকরা সকলে সরকারি সাহায্য পাওয়ায় ছেলে মেয়ে সহশিক্ষা ক্লাস করে। ছাত্রীরা নিজে নিজে সংস্কৃত ও বাংলা বলে কথা বলে সকলের মিল আছে। সুন্দরবনের পাশে।

৫/ কাকদ্বীপ মহকুমা - আদর্শ - বিদ্যালয় :

কাকদ্বীপ মহকুমা আদর্শ বিদ্যালয় হল ~~আদর্শ~~ কাকদ্বীপ গড়ে গড়ে সরকারি আবাসিক বিদ্যালয় ক্ষেত্রে এক বিদ্যালয়ে দুটি বিভাগে ছেলে মেয়ে অধ্যয়ন করে। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে।

এক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক ৫ জন। তারা বিবিধ স্থায়ী শিক্ষক এবং কর্মী দুজন চুক্তি নিযুক্তি পেয়ে। বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী = ২৫ জন বিদ্যালয়টি ২০০৪ সালে স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ~~ছাত্রী ছাত্রী ১৫ জন এবং~~। চরিত্রগতভাবে পাশে বেশের ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয় মাত্র শিক্ষক সংখ্যা ৫ ও ছাত্র সংখ্যা ৫। এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাবেকী মালিগাছি ছিলেন। চুক্তি শিক্ষকের বাড়ি হলদিবাড়ি। বিদ্যালয়ে ছাত্র প্রধান শিক্ষক ও অন্য চার শিক্ষক সকলেই সাঁওতালি প্রাধান্য। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজে নিজে সংস্কৃত ও বাংলা বলে কথা বলে সকলের মিল আছে। সুন্দরবনের পাশে।

২.২ ঃ Interpresent of Data ঃ

প্রাথমিক শিক্ষার - সার্বজনীন - প্রাথমিক - শিক্ষার - অবস্থান বিষয়ে একটি অনুশীলনী - কার্যের পর দেখা গেল যে মেদিনীপুর জেলার - ২০ টা ব্লকের গার্ডেনরিচায়ত - শিক্ষার প্রয়োগ ক্ষেত্রে - স্কুল - প্রশাসনের দায়িত্ব পূর্ণ - ভূমিকা পালন করিছে। যদিও কিছু কিছু স্কুলে - এটি অতি যত্নের সার্বজনীন - প্রাথমিক - শিক্ষার ই - অবস্থা তেমন ভাল নাই। সেক্ষেত্রে এই বিষয়ে - গার্ডেনরিচায়ত - অভিভাবক - অনাগ্রহী। সকল দূরীকরণ করা প্রয়োজন।

অবশ্যই স্কুলগুলিতে - সার্বজনীন - প্রাথমিক শিক্ষাই - প্রধান অগ্রাধিকার দেওয়া যায়।

আমি - কয়েকটি অনুমানযোগ্য - সমস্যাগুলি তুলে - উল্লেখ করা হল -

① বিদ্যালয় - সমূহের - অবিন্যস্ত - পাঠ্য - শিক্ষাদান - শিক্ষার্থীর অভাব - থেকে - দূরত্বে - সার্বজনীন - প্রাথমিক - শিক্ষার - ক্ষেত্রে - ছাত্র - ছাত্রী - সমূহের - বিদ্য - বাধা - সৃষ্টি - করা হয়।

এক - গার্ডেনরিচায়ত - প্রশিক্ষণ - প্রাপ্ত - শিক্ষকের - সংখ্যা খুবই - কম। ছাত্র - ছাত্রীর - তুলনায় - শিক্ষক - এর - সংখ্যা অনেক - বেশি - কাজে - নির্দিষ্ট - সময়ে - বিষয়বস্তু - শেষ - করিতে - পারে - না। এর - ফলে - ছাত্র - ছাত্রী - গণ - বিদ্যুৎ - যায়।

② জেলার - বিভিন্ন অঞ্চলগুলি - ইয়াস - ভাঙাচোরা - শিক্ষানুষ্ঠান - সমূহের - কর্তৃপক্ষ - এই - বিষয়ে - অতি - অধীর - নয়।

জেলার - বিভিন্ন অঞ্চল হলেও - প্রতিটি - লাইন - অভিভাবক - শিক্ষানুষ্ঠান - সমূহের - কর্তৃপক্ষ - এই - বিষয়ে - অতি - আগ্রহী - নয়। তেমনি - যদি - এই - বিষয়টির - প্রতি - গুরুত্ব - দিয়া - নয়। তাহলে - ছাত্র - ছাত্রীর - মানসিক - দৈহিক - আধ্যাত্মিক -

নৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায় ও পরিণত লক্ষ্য স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে সন্তান নাইবার অভ্যস্ত করে ইনিভাবে পাঠ্যপুস্তক ছাত্র ছাত্রীর কোনো ভেলাইন অবাধ করিয়া নোবাবাই। সেইই তেঁতুলাকে প্রতিমার অনাদর গড়িতে কোন অনুষ্ঠান সাজ।

৭/ কিছু কিছু অভিভাবক নিরক্ষর বা অশিক্ষিত হওয়ায় ছাত্র ছাত্রী স্কুলের এই বিষয়ের প্রতি আগ্রহী করিয়া তোলা।

কিছু কিছু অভিভাবক নিরক্ষর বা অশিক্ষিত হলেও তেঁতুলাকের ইমারত ভেঙে যায় সাহস্যুরাম মাতার পরিবার পারে। গড়িতে তেঁতুলাকে পড়ায় তোলা হয়ে সুন্দরায় পারিয়া লাগে লগাতে তেঁতুলাকে পাঠায় তোলা হলেও দুইবার পারিয়া লাগে লগাতে ছেঁড়া ছাত্র ছাত্রীর জানাও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতি জন্যই দুর্লভ লাগে তেঁতিমাই সাহস্যুরো কি ভেল পাস কি বিচারে ছেই অনুসারি দুনিয়া ছাল শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালোবাসাই নিয়া পারে।

২) বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছাত্র ছাত্রী যাতে ছাত্র ছাত্রী যেন এই বিষয়টির পাঠ্যসূচি সার্থক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিবে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ যাতে প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকরীতা বজায় ইমারত ও পরিণত প্রকার পেলাবার পারে নাই। কারণ শিক্ষকগণ পারে নি সাহস্যু প্রাপ্ত পারে না কেন এই যোগ যোগাযোগ সমন্বয় করে ছাত্র ছাত্রী যেন পাঠ্য সূচি সার্থক লক্ষ্যে পৌঁছাতে।

৩) সমাজের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষার প্রতি অগ্রহী হলেও দূরত্ব অর্থাৎ দুর্গম পথ যাতায় বিষয়টির পাঠ্য সূচি সার্থক লক্ষ্যে পৌঁছাতে।

কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী আনন্দময় যে তেঁতুলের নিশ্চয়ই অতি উপকারী যা খুব ভাল সংরক্ষণ যেমনই তেঁতুলকে আচারটি খাবে বানিয়ে কিন্তু অধিক সুবিধা যারা তেঁতুলের নিশ্চয় প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করে থাকবে সবাই বানিয়ে।

(৫) বিদ্যালয় সাম্মুখে সাম্মুখিল যোগাযোগ ইমারত এবং অন্য ভবন কারণ। কিন্তু কিছু বিদ্যালয়ের সাম্মুখিল যোগ আছে। এটিও ইমারত এটিকে ব্যবহারের নাম।

এই সাজানো সাম্মুখে ও এটিও আছে ~~[illegible]~~ নানান সাজানোর বিভিন্ন ছবি হয়। এটিও দুই এমন জুড়ে এটি প্রাথমিক নিশ্চয়ই যেখানে বিভিন্ন বিভিন্ন ইয়াকি ও সাজানো। এমন একটি আছে ইমারত কথা বলা যে প্রাথমিক নিশ্চয় সার্বজনীন কয়েকের ক্ষেত্রে যদি আমরা বিদ্যালয় সাম্মুখে বিভিন্ন এটিও ইমারত সংলগ্ন প্রকাশ হয় বলা নাই।

Ending :

মিলিগার্ড বিজ্ঞানের - বাবাগার্ড অবতলে মানুষ উন্নয়ন সাধন - শিক্ষার সার্বজনীন করণের মাধ্যে কিছুজন বিশেষ সুযোগের ক্ষেত্রে প্রমাণ করিয়াছে। শেষ প্রমাণের দেখিয়াছে নারী - মেয়েলী বোধে - কিছুজন পরিবার - তি পিতৃ - মাতৃদের স্কুলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ নারীর কোনো কাজে নিয়োজিত হয়।

সমাজ মানো নিয়ে কথায় কারণে নারী - মেয়েলী বোধ দুর্বল অর্থহীন অনিশ্চয় প্রকাশ করে। এই সমস্যার কারণ সমাধান উদ্দিশ্যে হলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক পরিচালনা করা দরকার - সরকারের প্রতি - বার শিক্ষার সুযোগের সাথে অনুপস্থিত থেকেছে লক্ষ্যগত। মানুষের সাথে প্রতি ছাড়া মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সচেতন পিতৃ - মাতৃ শিক্ষার মূল্য, প্রাথমিক উদ্দেশ্য প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন করণের প্রতি আগ্রহী হয়।

27

CHAPTAR-5

Suggestion and conclusion

Suggestion :- বর্তমান সময়ের চাহিদা- বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন বিদ্যালয় যেমন / মুখস্থবিদ্যা লাভ- লাভ- সাধন ঘুচাবে- চাহিদাটি হলে- শিক্ষার ঘুচাবে- আয়োজন / শিক্ষা হবে- বাস্তব- জীবনমুখী- অবাধ হবে / কোথায়- পাঠ্যপুস্তক- সীমাবদ্ধ- জ্ঞান উন্নয়ন- সাধন জন্য কল্যাণ ঘুচাবে- আজকে সম্ভব- আছে- কোনো সাধন শিক্ষার প্রয়োজন / এই শিক্ষার- ছেড়ে- যে আধুনিক- হবে প্রাথমিক- শিক্ষা / এই শিক্ষা সার্বজনীন- করার সময় যাতে বাস্তবের সাথে সঙ্গতি রেখে লাভ- পারিবার / যেমন- দিতে হবে-

(1) প্রথমে- শিক্ষার্থীকে শিশুর ভবিষ্যৎ- গড়া- উচিত- ব্যবস্থা করিয়া- পারিবে /

(2) সার্বজনীন- শিক্ষার প্রসারে- অনুভব- সাম্রাজ্যবাদের- জনশিক্ষাবিরোধী যেমন প্রতিবেশী- করার- ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া- পারে / চলমানে- পরিস্থিতিকে- এর জন্য শিক্ষক- শিক্ষার্থী- ঘুচাতে- আর্থিক- সঙ্কট- দিকে- যেমন- অবসান করিবার- জন্য সার্বজনীন- আজকের- করে- প্রতিবন্ধকতা / দূর- দিকে- নিরক্ষরতা- দূরীকরণে- জন্য- আর শিক্ষার জন্য- কোর্স- করিবার- সময়- সার্বজনীন- ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া- পারে /

(3) স্কুল- সম্প্রসারণ- প্রতিষ্ঠান- প্রশু- শিক্ষার- নিযুক্তি- দিয়া পারে /

(4) স্কুলের- মধ্যে- Some শিক্ষার- সাথে- স্বীকৃতি- দেওয়া- ব্যবস্থা করা / প্রতিষ্ঠান- প্রশু- শিক্ষক- Some মাধ্যমিক- পরিচালনা- শিক্ষক- নামকরণে- শিক্ষাক্ষেত্রে- কার্যত- বাধা প্রশু- হয় / একজন- শিক্ষকের- স্কুলে- 60 % - ভাগ- শিক্ষার্থী- থাকে- শিক্ষার- নাম করিতে- পারে / এই নিয়ম- দিয়া সম্প্রসারণ- শিক্ষকের- শিক্ষার্থী- নির্ভরতা- দিয়া- পারে / Some বিদ্যালয়ে- মুখস্থ- মুখস্থ- শিক্ষক- মাধ্যমে- পারে /

বর্তমানে স্কুল-সাক্ষরতা-মিশন কর্তৃপক্ষ সাক্ষর-ভারত-মিশন হিসাবে- বিভিন্ন- বিষয়ে- শিক্ষানুষ্ঠানের- কেন্দ্রীয়- ভূমিকায়- কার্যকরী- করে শিক্ষার্থী- সাক্ষর- এই- সাক্ষরতা সাক্ষর- বিদ্যালয়- সাক্ষর- সমাজ- গড়ে- তোলার- লক্ষ্যে- বর্তমান- সরকার- ১২- শিক্ষার- সার্বজনীন- করার হয়। এর- ফলে- সাক্ষর- নাই- কথা- হয়। এই- শিক্ষার- সর্বস্তরের- লোক- গ্রহণ- করার- প্রয়োজনীয়- দিকগুলো- অর্জিত- কিন্তু- বাস্তবে- নাগরিক। অর্থাৎ- যে- এই- শিক্ষার- ক্ষেত্রেই- উপযুক্ত- ব্যবস্থা- নয়- লাগে- সেগুলিই- নয়- ইহার- মাধ্যে- শিক্ষিত- করিবার- জন্য- সর্ব- সাধারণের- লোকেও- সাক্ষর- ব্যবস্থা- গ্রহণ- করার- উচিত। তেমনই- সর্বসাধারণ- লোক- শিক্ষিত- হয়।

Conclusion:-

পরিশেষে- বলিব- ভারতে- বয়স্ক- শিক্ষার- ক্ষেত্রে- যে- বিভিন্ন- কার্যই- শিক্ষার- মাধ্যমে- সর্বসাধারণের- জন্য- করা- হোক- কেন- সাক্ষর- প্রতিষ্ঠা- করার- ক্ষেত্রে- জনসাধারণের- এক- মোট- ১২- ভাগ- আজও- পিছিয়ে- আছে- পড়ে- আছে- জন্য- তেমনই- সরকার- ও- প্রশাসন- হয়। শিক্ষার- উন্নয়ন- বিভাগের- মানবউন্নয়ন- গুরুত্বপূর্ণ- ভূমিকা- গ্রহণ- করে। আর- অর্থনৈতিক- বিভাগের- নির্দেশ- করে- উপযুক্ত- নির্দিষ্ট- জন্য- উপযুক্ত- ব্যবস্থা- গ্রহণ- করা। শিক্ষার- অধিকারে- লোকের- নিশ্চিত- বিকাশ- সাক্ষর- হয়- মোটামুটি- এই- দিক- থেকে- সকলের- অধিকার- দূর- করার- প্রয়াস। এই- সাক্ষর- হয়- করিয়া- পারিপার্শ্বে- আশ্রয়- সংবাদপত্র- জন্য- তেমনই- বিশ্বের- সমস্ত- দেশের- মধ্যে- যত- অভ্যাস- নাই- লোকগুলিকে- শিক্ষিত- করার- যায়।

অবশেষে- বলিব- ভারতে- বয়স্ক- শিক্ষার- ক্ষেত্রে- অনেক- গুলি- স্কুল-সাক্ষরতা- মাধ্যমে- উন্নতি- ঘটেছে।

Appendix - 1

List of the School Selected for study :

১) নং বালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

২) নং উলার প্রাথমিক বিদ্যালয়

৩) নং বাসগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়।

৪) নং বাসগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়।

৫) বাসগোয়া বড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বাসগাঁও গাঁও পঞ্চায়েত মানে সার্বশুদ্ধ 24 টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এই যেই মান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাশে আমি একটা project (প্রকল্প) দিয়েছিলাম স্কুলটিতে বাকি উলে পাশে মানে 5 মানের বিদ্যালয় বাছাই করে নিলাম।

Appendix-2

*Questioner ÷

প্রকল্পের কাজে আমাদের সহায়তার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নাবলী ÷

① বিদ্যালয়ের নাম।

② বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নাম।

③ বর্তমানে বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক সংখ্যা।

④ বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা।

⑤ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সকলের পেশাদারি অভিজ্ঞতার বিবরণ।

⑥ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা।

⑦ শিক্ষার্থী সকলের বাড়ি আশেপাশে বাসস্থান অর্থনৈতিক কোথায় হয় (না নয়)।

⑧ বিদ্যালয়ের কর্মপরিবেশ কেমন হয়।

⑨ বিদ্যালয়ের পাঠদান, প্রচার, সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক আছে কি না।

⑩ বিদ্যালয়ের কর্মীদের বেতন কেমন কি না।

⑪ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সকলের বসবাস-বাড়ি, পারিবারিক পেশা, খেলাধুলা, সুবিধার কোনো সম্পর্ক আছে কি না।

12. শিক্ষার্থী সকলের - বাবা - মা সকলের - সুবিধার জন্যে যেন নাই।

13. বিদ্যালয়ের - পরিবেশ সবার বাসনীয় - যাতায়াত জন্যে যেন নাই।

14. বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা - পাঠদান - নিয়ম হয় যেন নাহয়।

৩ শিক্ষক - ৩ জন - উপস্থিত - প্রশ্ন - সঠিক - উত্তর - দিল - লিখিলো উপর বিদ্যালয় সঠিক - যেন শিক্ষক - সকলের - সাথে - মৌখিক - পরীক্ষা - নিল - ৩ জন - সঠিক - সংগ্রহ - করিল - লিখিলো।

———— x ————

Bibliography :

1. ভারতবর্ষে - শিক্ষাক্ষেত্রে - বিকাশ :
- শর্মা ও মুকুন্দ পাঠক - শ্রী-তপনী কুমার - অসমীয়া বুক-ডিপো, পান বাজার - 781001

2. ভারতে - শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিহাস অধ্যয়ন :
বরুয়া মাতীন, লমার্চ বুক স্টল, পানবাজার - গুয়াহাটী - 781001

3. শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বিষয় সমূহ - শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপন তথা মূল্যায়ন : ডি: এন. লিলার মৃত্যুঞ্জয় প্রকাশন, পান-বাজার - গুয়াহাটী - 781001

4. সমগ্র শিক্ষাত : ডেকা ড০ বিরেন্দ্র অসোম বুক স্টল, পান বাজার - গুয়াহাটী - (অসম)

5. প্রাথমিক তথা প্রাক্‌প্রাথমিক - সাধারণ শিক্ষার বিষয় সকল :
- ডেকা ড০ বিরেন্দ্র, দাস শ্রী বরিতর অসোম বুক স্টল, পানবাজার - 781001

6. শিক্ষাত্ত তথা শিক্ষার সহায়ক বিতরণ :
- শর্মা কেশবানন্দ (student stores) college Hostel Road Gby.

7. উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা :
- দাস ড০ লক্ষ্মীধর, Amrita publishes Gby

8. উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় বিষয়বোধ তথা শিক্ষা
- শর্মা ড০ ~~মুকুন্দ~~ মুকুন্দ, চন্দ্র প্রকাশন - পানবাজার।